আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: শেষ নবীর উম্মতের ৭৩ ফেরকার মধ্যে ১ টি ফেরকা জান্নাতি

আমরা আলোচনাটি পবিত্র কোরআন ও রাসূল (স:) এর হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো ইনশাল্লাহ।

কারা জান্নাতি: "জান্নাত" শব্দটি পবিত্র কুরআন মাজীদে ১৪৭ বার এসেছে। এসমস্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: যারা আল্লাহ, নবীগণ, কিতাবসমূহ, ফেরেশতা বিচারের দিন, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদির, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক আল্লাহ, অদৃশ্যের প্রতি ইত্যাদিতে ঈমান আনয়ন করে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে, তাকওয়া অবলম্বন করে, আমলে সালেহ করে, সালাহ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহর নির্ধারিত সমস্ত ফরজ ওয়াজিব ও নফল ইবাদাত করে, আল্লাহর পথে নিজের জান মাল উৎসর্গ করে, আল্লাহর পথে জিহাদ করে, বিদাত মুক্ত জীবন যাপন করে, ধৈর্য ধারণ করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, মন্দ কে ভালো দ্বারা দূর করে, পিতা-পুত্র-ভ্রাতা-জ্ঞাতিগোত্র আল্লাহ বিরোধী হলে তাদেরকে ভালোবাসবে না, বিশুদ্ধ তাওবা করবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাথনা করবে, পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করবে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে, আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়ে ইবাদাত ও জীবনযাপন করবে, আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুসলিম/মুমিন/মুত্তাকী/মুহসিন/মুজাহিদের জান মাল কিনে নিয়েছেন।

জান্নাতের নেয়ামত সমূহ ও কারা জান্নাতি এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের সূরা ও আয়াত নম্বর নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২:২৫, ৩:১৫, ৩:১৩৩, ৩:১৩৬, ৩:১৯৫, ৩:১৯৮, ৪:১৩, ৪:৫৭, ৪:১২২, ৫:১২, ৫:৬৫, ৫:৮৪,৮৫; ৯:৭২, ৯:৮৯, ৯:১০০, ১০:৯, ১৩:২২,২৩; ১৪:২৩, ১৪:৪৫, ১৬:৩১, ১৮:৩১, ১৮:১০৭, ১৯:৬১, ২০:৭৫,৭৬; ২২:১৪, ২২:২৩, ১৪:৪৫, ১৬:৩১, ১৮:৩১, ১৮:১০৭, ১৯:৬১, ২০:৭৫,৭৬; ২২:১৪, ২২:২৩, ২২:৫৬, ২৫;১০, ২৫:১৫, ২৬:৮৫, ৩১:৮, ৩২:১৯, ৩৫:৩৩, ৩৭:৪১,৪২,৪৩; ৩৮:৪৯,৫০; ৪০:৮, ৪২:২২, ৪৪:৫১,৫২; ৪৭:১২, ৪৮:৫, ৪৮:১৭, ৫১:১৫, ৫২:১৭, ৫৩:১৫, ৫৪:৫৪,৫৫; ৫৫:৪৬, ৫৫:৫৪, ৫৫:৬২, ৫৬:১০,১,১২; ৫৬:৮৮,৮৯; ৫৮:১২, ৫৭:১২, ৫৮:২২, ১৬:১২, ৬৪:৯, ৬৫:১ ১, ৬৬:৮, ৬৮:৩৪, ৬৯:২২,২৩; ৭০:৩৫, ৭০:৩৮,৩৯; ৭৪:৩৯ থেকে ৪২, ৭৬:১২, ৮৫:১ ১, ৮৮:১০, ৮৯:২৯,৩০; ৯৮:৮, ২:৩৫, ২:৮২, ২:১১১, ২:২১৪, ২: ২২১, ৩:১৪২, ৩:১৮৫, ৪:১২৪, ৫:৭২, ৭:১৯, ৭:২২, ৭:২৭, ৭:৪০, ৭:৪২,৪৩; ৭:৪৬, ৭:৪৯,৫০; ৯:১ ১ ১, ১০:২৬, ১১:২৩, ১ ১:১০৮, ১৩:৩৫, ১৬:৩১,৩২; ১৯:৬০ থেকে ৬৩, ২০:১১৭ থেকে ১২১, ২৫:২৪, ২৬:৮৫, ২৬:৯০, ২৯:৫৮, ৩৬:২৬, ৩৯:৭৩:৭৪; ৪০:৪০, ৪১:৩০, ৪২:৭, ৪৩:৭০, ৪৩:৭২, ৪৬:১৪,১৫,১৬; ৪৭:৬, ৪৭:১৫, ৫০:৩১, ৫৯:২০, ৬৬:১১, ৭৯:৪০,৪১; ৮১:১৩

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603

পবিত্র কোরআনের সূরা ও আলে ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেন,

১. তোমরা সকলে **আল্লাহর রজ্জুকে** শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে যেওনা, এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। (৩:১০৩)

And hold fast, all together, by the rope which Allah (stretches out for you), and be not divided among yourselves; and remember with gratitude Allah's favour on you; for you were enemies and He joined your hearts in love, so that by His Grace, you became brethren; and you were on the brink of the pit of Fire, and He saved you from it. Thus doth Allah make His Signs clear to you: That you may be guided.

সমস্ত তাফসীর কারকগণ "আল্লাহর রজ্জু" বলতে **ইসলাম এবং কুরআনকে** বুঝিয়েছেন। কোনো বিশেষ দল, গোষ্ঠীকে বুঝানো হয় নি।

حبلِ এর প্রাথমিক অর্থ রজ্জু. এই স্থলে আল্লাহর রজ্জু অর্থ কোরআন ও ইসলাম-বায়দাবি
(নোট ২২৬ আল কুরআনুল করীম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

রাসূল (স:) এর হাদিস: কোন ফেরকাটি জান্নাতি: الجماعة

ইবনে মাজাহ ৩৯৯২

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ " الْجَمَاعَةُ " .

আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইহূদী জাতি একাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতী এবং অবশিষ্ট সত্তর ফেরকা জাহন্নামী। খৃস্টানরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একাত্তর ফেরকা জাহান্নামী এবং একটি ফেরকা জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে একটি মাত্র ফেরকা হবে জান্নাতী এবং অবশিষ্ট বাহাত্তরটি হবে জাহান্নামী। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ফেরকাটি জান্নাতী। তিনি বলেনঃ জামাআত (একতাবদ্ধ দলটি)।

It was narrated from ‘Awf bin Malik that the Messenger of Allah (ﷺ) said:

“The Jews split into seventy-one sects, one of which will be in Paradise and seventy in Hell. The Christians split into seventy-two sects, seventy-one of which will be in Hell and one in Paradise. I swear by the One Whose Hand is the soul of Muhammad, my nation will split into seventy-three sects, one of which will be in Paradise and seventy-two in Hell.” It was said: “O Messenger of Allah, who are they?” He said: “The main body.”

নোট: এই হাদীসের অর্থ **الجماعة** "ইসলামী জামায়াত"

২. রাসূল (সা:) এর হাদিস: মুসলমান ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে।

ইবনে মাজাহ ৩৯৯১

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইহূদী জাতি একাত্তর ফেরকায় (উপদলে) বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মাত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে।

It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah (ﷺ) said:

“The Jews split into seventy-one sects and my nation will split into seventy-three sects.”

৩. রাসূল (স:) এর হাদিস: মুসলমানরা ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। বিদআতের আবির্ভাব ঘটবে এবং মুসলিম সমাজে এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমন পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়।

আবু দাউদ ৪৫৯৭

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، نَحْوَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ زَادَ ابْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو فِي حَدِيثَيْهِمَا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ وَقَالَ عَمْرٌو: الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ حسن

মু’আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন জেনে রাখো! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি জান্নাতে যাবে। আর সে দল হচ্ছে আল-জামা’আত। ইবনু ইয়াহইয়া ও আমর (রহঃ) বলেন, বিষয়টি হলো আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এমন দলের আর্বিভাব ঘটবে যাদের সর্বশরীরে (বিদ’আতের) প্রবৃত্তি এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমন পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়।

Abu `Amir al-Hawdhani said:

Mu`awiyah b. Abi Sufiyan stood among us and said: Beware! The Apostle of Allah (ﷺ) stood among us and said: Beware! The people of the Book before were split up into seventy two sects, and this community will be split into seventy three: seventy two of them will go to Hell and one of them will go to Paradise, and it is the majority group.

Ibn Yahya and `Amr added in their version: “There will appear among my community people who will be dominated by desires like rabies which penetrates its patient” Amr’s version has: “penetrates its patient. There remains no vein and no joint but it penetrates it.”

৪. রাসূল (স:) এর হাদীস: আমার উম্মত হবে ৭৩ দলে বিভক্ত।

তিরমিযী ৪৫৯৬

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইয়াহুদীরা একাত্তর অথবা বাহাত্তর দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং খৃষ্টানরাও একাত্তর অথবা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মত হবে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত।

Narrated AbuHurayrah:

The Prophet (ﷺ) said: The Jews were split up into seventy-one or seventy-two sects; and the Christians were split up into seventy one or seventy-two sects; and my community will be split up into seventy-three sects.

৫. **লম্বা হাদিস: আল্লাহ তা'আলা ইয়াহহিয়া (আ:) কে ৫টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন:**

(১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইবাদত করো।

(২) সালাত কায়েম করো।

(৩) সিয়াম পালন করো।

(৪) সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(৫) আল্লাহর জিকিরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ মুহাম্মদ (স:) কে ৫টি কাজ করার নির্দেশ দিতে বলেছেন:

(১) কথা শুনবে।

(২) আনুগত্য করবে।

(৩) জিহাদ করবে।

(৪) হিজরত করবে।

(৫)মুসলিমদের জামাআত অবলম্বন করবে।

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603

তিরমিযী ২৮৬৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ، أَنَّ أَبَا سَلاَّمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْحَارِثَ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا فَقَالَ عِيسَى إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ . فَقَالَ يَحْيَى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلأَ الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَىَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ . فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ " . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَارِثُ الأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (রহঃ) হারিছ আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহু তা'আলা ইয়াহ্ইয়া ইবন যাকারিয়া (আঃ)-কে নিজে আমল করতে এবং বনূ ইসরাঈলকেও আমল করতে বলার জন্য পাঁচটি কথার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি (লোকদের) বিষয়গুলো জানাতে প্রায় বিলম্বই করে ফেলেছিলেন। তখন ঈসা (আঃ) তাকে বললেনঃ আপনি নিজে আমল করতে এবং বনূ ইসরাঈলকেও আমল করার জন্য বলতে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়েছিলেন। হয় আপনি লোকদের এগুলো করতে নির্দেশ দিন, না হয় আমিই তাদের সেগুলো করতে নির্দেশ দিব। ইয়াহ্ইয়া (আঃ) বললেনঃ আপনি যদি এই বিষয়ে আমার অগ্রগামী হয়ে যান তবে আমার আশংকা হয় যে আমাকে ভূমিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে বা অন্য কোন আযাব দেওয়া হবে। অনন্তর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে লোকদের একত্রিত করলেন। মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমন কি বুরুজগুলোতে গিয়েও তারা বসল। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঁচ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি নিজেও সেগুলোর উপর আমল করি এবং তোমাদেরকেও সেগুলোর উপর আমলের নির্দেশ দিই। প্রথম হল, আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সঙ্গে কিছুর শরীক করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে তার উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির মত যে তার সোনা বা রূপা নির্ভেজাল সম্পদ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করল। তাকে বলল, এ হল আমার বাড়ি আর এ হল আমার কাজ। তুমি কাজ কর এবং আমাকে আমার হক দিবে। অনন্তর সে কাজ করতে থাকল কিন্তু তার মালিক ভিন্ন অন্যের হক আদায় করল। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই কথার উপর রাযী আছে যে, তার দাস এ ধরনের হোক?

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা যখন সালাত (নামায) আদায় করবে তখন এদিক-সেদিক তাকাবে না। কেননা যতক্ষণ বান্দা এদিক-সেদিক না তাকায় ততক্ষণ সারাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেক দৃষ্টি তাঁর বান্দার চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন।

তোমাদের আমি সিয়ামের নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি একটি দলে অবস্থান করছে। তার সঙ্গে আছে মিশক ভর্তি একটি থলে। দলের প্রত্যেকের কাছেই এ সুগন্ধি ভাল লাগে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষা সিয়াম পালনকারীর (মুখের) গন্ধ অনেক বেশী সুগন্ধময়।

তোমাদের আমি সাদাকা-এর নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির মত যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড় পেঁচিয়ে তার হাত বেঁধে ফেলেছে এবং গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে।

তখন সে ব্যক্তি বললঃ আমার কম বেশী যা কিছু আছে সব কিছু মুক্তিপণ হিসাবে তোমাদের দিচ্ছি। অনন্তর সে এভাবে তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল।

(সাদাকার মাধ্যমেও মানুষ নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করে নেয়।)

তোমাদের আমি আল্লাহর যিকরের নির্দেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ হল সে ব্যক্তির মত যাকে তার দুশমণ দ্রুত পশ্চাদ্ধাবণ করছে। শেষে সে একটি সুন্দর কেল্লার ভিতরে এসে নিজেকে শত্রুদের থেকে হেফাজত করে নিল। এমনি ভাবে বান্দা আল্লাহর যিকরের কেল্লা ছাড়া নিজেকে হেফাযত করতে পারে না।

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমিও তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর নির্দেশ তিনি আমাকে দিয়েছেনঃ কথা শুনবে ও ফরমাবরদারী করবে। জিহাদ, হিজরত এবং মুসলিমদের জামা'আত অবলম্বন করবে। কেননা, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সে তার গলা থেকে ইসলামের বেড়ী খুলে ফেলে দিল- যতক্ষণ না সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাকে ডাকবে সে হল জাহান্নামীদের দলভুক্ত। জনৈক ব্যক্তি তখন বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে যদি সালাত (নামায) ও সিয়াম পালন করে তবুও? তিনি বললেনঃ যদিও সে সালাত (নামায) আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে। সুতরাং মুসলিম, মুমিন, আল্লাহর বান্দা রূপে যে নামে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নামকরণ করেছেন সেই আল্লাহর ডাকেই তোমরা নিজেদের ডাকবে।

Narrated Al-Harith Al-Ash'ari:

that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Indeed Allah commanded Yahya bin Zakariyya with five commandments to abide by, and to command the Children of Isra'il to abide by them. But he was slow in doing so. So 'Eisa said: 'Indeed Allah commanded you with five commandments to abide by and to command the Children of Isra'il to abide by. Either you command them, or I shall command them.' So Yahya said: 'I fear that if you precede me in this, then the earth may swallow me, or I shall be punished.' So he gathered the people in Jerusalem, and they filled [the Masjid] and sat upon its balconies. So he said: 'Indeed Allah has commanded me with five commandments to abide by, and to command you to abide by. The first of them is that you worship Allah and not associate anything with him. The parable of the one who associates others with Allah is that of a man who buys a servant with his own gold or silver, then he says to him: "This is my home and this is my business so take care of it and give me the profits." So he takes care of it and gives the profits to someone other than his master. Which of you would live to have a servant like that? And Allah commands you to perform Salat, and when you perform Salat then do not turn away, for Allah is facing the face of His worshipers as long as he does not turn away. And He commands you with fasting. For indeed the parable of fasting, is that of a man in a group with a sachet containing musk. All of them enjoy its fragrance. Indeed the breath of the fasting person is more pleasant to Allah than the scent of musk. And He commands you to give charity.

The parable of that, is a man captured by his enemies, tying his hands to his neck, and they come to him to beat his neck. Then he said: "I can ransom myself from you with a little or a lot" so he ransoms himself from them. And He commands you to remember Allah. For indeed the parable of that, is a man whose enemy quickly tracks him until he reaches an impermeable fortress in which he protects himself from them. This is how the worshiper is; he does not protect himself from Ash-Shaitan except by the remembrance of Allah."

পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে এটা পরিষ্কার যে, ওই লোকেরাই (১টি ফেরকা) জান্নাতি যারা কুরআন ও সুন্নাহকে সঠিকভাবে জেনে বুঝে সে মোতাবেক আমল করবে।

বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলমানদের অনেক দল বা গোষ্ঠী রয়েছে-রাজনৈতিক, সামাজিক, অরাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে অনেক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সবাই মনে করে নিজেরা সঠিক পথে রয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহই ফয়সালাকারী। মৌলিক বিশ্বাস ও আমলের ব্যাপারে কোনো ঘাটতি না থাকলে কোন দল, গোষ্ঠী বা বাক্তিকে এটা বলা ঠিক নয় যে সে সঠিক পথে নেই।

তবে সাবধান থাকতে হবে দল, গোষ্ঠী, নেতা এবং দায়িত্বশীলদেরকে যেন আমরা আল্লাহর আসনে বসিয়ে না দেই। অনেক সময় এটা জ্ঞানের অভাব অথবা মনের অজান্তে হয়ে যায়। এটা শেরেকি।

গভীরভাবে কুরআন ও সুন্নাহ পড়াশুনা করতে হবে এবং আমল করতে হবে। কুরআন ও হাদীস যেহেতু আরবি ভাষায়, চেষ্টা করতে হবে আরবি ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা।

ফরজ সালাত মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা কর্তব্য। নফল ইবাদাত ঘরে আদায় করা ভালো।

এ সংক্রান্ত হাদিস:

عَبْدُ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قال: سَأَلْتُ رسول الله صلى الله عَليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِى بَيْتِي وَ الصَّلاةِ فِى الْمَسْجِدِ , قَالَ قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ ,فَلأَنْ أُصَلِيّ فِى بَيْتِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِيّ فِى الْمَسْجِدِ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَّاةَ مَكْتُوبَةٌ

আমি রাসূল (স:) কে জিজ্ঞাসা করলাম নফল সালাত বাড়িতে পড়া এবং মসজিদে পৰা সম্পর্কে। তিনি রাসূল (স:) বললেন, তুমি জানো, আমার বাড়ি মসজিদের কতো কাছে, তা স্বত্ত্বেও আমি নফল সালাত মসজিদে পড়ার পরিবর্তে বাড়িতে পড়া পছন্দ করি। অবশ্যই ফরজ সালাত মসজিদে আদায় করতে হবে।

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603

ইবনে মাজাহ ১৩৭৮

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلاَةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ " أَلاَ تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً " .

আবদুল্লাহ ইবনু সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনটি উত্তম- আমার ঘরের সালাত (নামায/নামাজ) অথবা মসজিদের সালাত? তিনি বলেনঃ তুমি কি আমার ঘর দেখো না, তা মসজিদের কত নিকটে? তা সত্ত্বেও আমার মসজিদে সালাত পড়া অপেক্ষা আমার ঘরে সালাত পড়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। কিন্তু ফরয সালাত হলে (তা মসজিদে পড়বে)।

‘Abdullah bin Sa’d said: “I asked the Messenger of Allah (ﷺ): ‘Which is better prayer in my house or prayer in the mosque?’ He said: ‘Do you not see how close my house is to the mosque?’ But praying in my house is dearer to me than praying in the mosque, apart from the prescribed prayers.’”

আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝে সঠিক আমল করার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603